সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

উন্নয়নশীল দেশকে উন্নত দেশে ধাবিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ঘোষিত 'রুপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান জনগণবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিকটন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২১.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২৮ লক্ষ মেট্রিকটন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৩৫.৬৬ লক্ষ মেট্রিকটন (চাল ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিকটন ও গম ৩৪.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে । চলতি অর্থবছরে মোট ২১,৮০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,১০১.০৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫.৫১ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৩.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ৯৯.৩১ লক্ষ ও পোল্ট্রির জন্য ১৪.৮৭ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধির জন্য কৃষির ভূমিকা অনবদ্য। দেশের জিডিপিতে কৃষিখাত (শস্য, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে; শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান দেয় এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্র, যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া, কৃষি ভোগপণ্য বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কৃষিজমি কমতে থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরি প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানো সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ

সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিকটন। এর মধ্যে আমন ১৩৯.৯৪ লক্ষ মেট্রিকটন, বোরো ১৯৫.৭৬ লক্ষ মেট্রিকটন এবং গম ১১.৫৩ লক্ষ মেট্রিকটন। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আউশ ২৭.০২ লক্ষ মেট্রিকটন এবং ভুট্টা ৩৮.২৮ লক্ষ মেট্রিকটন উৎপাদিত হয়েছে; যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল আউশ ২৭.০৯ লক্ষ মেট্রিকটন এবং ভুট্টা ৩৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিকটন। সারণি ৭.১ -এ ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিকটন)

খাদ্যশস্য	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
আউশ	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯	**২৭.০২**
আমন	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪১.৩৪*
বোরো	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	১৯৬.২৩*
মোট চাল	৩৩৮.৯০	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬	৩৪৭.১০	৩৪৭.১০	৩৩৮.০৬	৩৬২.৭৯	৩৬৪.৫৯*
গম	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১১.৫৩	১২.৮৭*
ভুট্টা	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৩৮.২৮
মোট	**৩৬৮.৩৯**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪১৫.৭৪***

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয় *লক্ষ্যমাত্রা।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫.৪৭ লক্ষ মেট্রিকটন (চাল ১৪.৪৭ লক্ষ মেট্রিকটন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিকটন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১৪.৩৫ লক্ষ মেট্রিকটন, এছাড়া গত গম সংগ্রহ মৌসুমে কোন গম সংগৃহীত হয়নি। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২১.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন (চাল ২১.৩১ লক্ষ মেট্রিকটন এবং গম ০.৫০ লক্ষ মেট্রিকটন)। তন্মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ১৬.১৩ লক্ষ মেট্রিকটন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২৮ লক্ষ মেট্রিকটন। খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত (চাল ০.৫৬ লক্ষ মেট্রিকটন, গম ২.১১ লক্ষ মেট্রিকটন) প্রকৃত আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৬৭ লক্ষ মেট্রিকটন। বেসরকারি খাতে ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিকটন চাল ও ৩৪.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন গমসহ মোট ৩৫.৬৬ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে ।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন-ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে যেমন- (এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই), ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা) ৮.৮৭ লক্ষ মেট্রিকটন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৬.৬৭ লক্ষ মেট্রিকটন অর্থাৎ সর্বমোট ১৫.৫৪ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৪৮ লক্ষ মেট্রিকটন; যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.১৮ লক্ষ মেট্রিকটন।

নিরাপদ খাদ্য

দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০১৮ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

মানসম্মত বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ। মানসম্মত বীজ কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদা মাফিক বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলত হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে । এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষির সংখ্যা বর্তমানে ৩,৯৮,৩২৭ জন। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৭,৪১,৬৪০.৪২ একর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৪০ লক্ষ মেট্রিকটন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিকটন)

বীজের নাম	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন* (লক্ষ্যমাত্রা)	বিতরণ* (লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৮৬৩৬৮	৮২০৩৮	৮৫৫৪৮	৮৭৬৬৮	৮৯৪৯৮	৮৭০২২
গম বীজ	১৮১৬১	১৬৫৭৫	১৭৫২৭	১৮১৭৭	১৫০২৮	১৮০৭৭
ভুট্টাবীজ	১৩	৫	২০	৫	১১১	১০
আলু বীজ	৩২৬২৭	২৫৩৫২	৩৩০৪৩	৩১৩২১	৩৫৫১০	৩১২৪৬
ডাল বীজ	২৩১৫	১৬৯৯	২৪৩৫	১৮৮৮	২৩১৩	২৩৬৪
তৈল বীজ	৭৭৫	১৫৬৭	১১৯৫	১০২৩	১৬৭১	১৪২৭
পাট বীজ	৮৩৪	৭২২	৭২৩	২২৩	৪৩৭	২৩৬
সবজি বীজ	৮৭	৮০	৪৫	৭৩	১০২	৭৩
মসলা বীজ	১১৭	১০৫	১০৬	১০৫	২০৫	১০৬
সর্বমোট	১৪১২৯৭	১২৮১৪৩	১৪০৬৪২	১৪০৪৮৩	১৪৪৮৭৫	১৪০৫৬১

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৫০.৯৩ লক্ষ মেট্রিকটন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৪.২৭ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জমিতে সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫.৭৫ লক্ষ মেট্রিকটন।

২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিকটন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১১-১২	২২৯৬.০০	৬৭৮.০০	৪০৯.০০	০	২০.০০	৬১৩.০০	৬.০০	১৫.০০	১২.০০	০.০০	৪০৪৯.০০
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	০	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪০২২.৫০
২০১৩-১৪	২৪৬২.০০	৬৮৫.০০	৫৪৩.০০	০	২৭.০০	৫৭৭.০০	৩.০০	১২৬.০০	৪২.০০	০.৪০	৪৪৬৫.৪০
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	০	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	০.০০	৪৭৯১.২২
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.৪২	৫৩.৪৩	০.০০	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯২৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯*	২৫৫০.০০	৭০০.০০	৯০০.০০	০	৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	৩০৫.০০	১০০.০০	১২০.০০	৫৫৭৫.০০

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয় * লক্ষ্যমাত্রা।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচের পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম এবং হাইড্রোলিক ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগ ওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব অটো ওয়াটার রেকর্ডারের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরনের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপন করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্মার্ট কার্ড/ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচ চার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানী তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫৭টি সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১৬টি সেচ প্রকল্প ও ১২টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৫০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন, ৪০০টি সেচ অবকাঠামো, ৩টি রাবার ড্যাম, ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম, ৫৫৭ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা, ৮ কিঃমিঃ ভূপরিস্থ সেচনালা, ১০টি গভীর নলকূপ, ২৫০টি শক্তিচালিত পাম্প, ৩৮২টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ১০টি স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন, ১১০টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৮৪,৮০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে যা জুন ২০১৯ সময়ের মধ্যে স্থাপন করা হবে। নিম্নে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ

৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯* লক্ষ্যমাত্রা
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১১.৮৮	১২.২০	১২.২৫
গভীর নলকুপ	৯.৩৪	৮.৭৭	৯.৬২	১১.৯৪	১০.৬৩	১০.৭২	১১.১০
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩২.৪২	৩২.৭৯	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩০.৭৯	২৯.৮১	২৯.৯০
অন্যান্য	-	-	-	-	১.৯৭	২.৮১	২.৯৫
মোট সেচ	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৫৫.২৭**	**৫৫.৫৬**	**৫৬.২০**

উৎসঃ বিবিএস,ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়,* লক্ষ্যমাত্রা।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। সেচকাজে সর্বমোট ১৬,০৩৬ টি সেচযন্ত্র ব্যবহার করে রবি মৌসুমে প্রায় ৫.২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩,০৯৮ টি পুকুর ও ১,৯৯১ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭৪৯টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯৬,৫০০ হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদী হতে পানি উত্তোলন ও খাল/পুকুরে স্থানান্তর করে খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে সর্বমোট ৫১৯ লো লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন করে ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাট ফসলের উৎপাদন

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০’ প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩’ প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ১৭টি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসকল আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাঁচা পাটের বাজারমূল্য কৃষকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে যা পরবর্তীতে এর উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৭৪.৪০ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ২০,৪০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১,৩৯৩.৫৫ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৪.৮৭%) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ২১,৮০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১২,১০১.০৪ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৫.৫১ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১১-১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮২
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯*	২১৮০০.০০	১২১০১.০৪	১৩৩০৫.৫০	৪০৩০৫.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ।
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত ১০ বছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিআরআরআই কর্তৃক ধানের ৩৫টি জাত, বিএআরআই কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ১৭০টি জাত, বিজেআরআই কর্তৃক পাটের ৯টি জাত, বিএসআরআই কর্তৃক ইক্ষুর ৮টি জাত, সিডিবি কর্তৃক তুলার ৭টি জাত এবং বিআইএনএ কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ৫৫টি জাত, ৪৯টি পাট, ও পাট জাতীয় ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন ফসলের জন্য কোন এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।
- খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান।
- বীজের সংকট দূর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন।
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information and Communication Centre (AICC) স্থাপন।
- কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কৃষি বাতায়ন, বন্ধু ফোন, Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি।
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ।
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা

কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

- সেচ কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরিড পাইপ/ফিতা পাইপের প্রচলন এবং সেচ কাজে প্রি-পেইড মিটার ও এনার্জি মেজারিং পদ্ধতি স্থাপন।
- পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোণা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৬১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ আসে মৎস্যখাত হতে। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমান চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার **The State of World Fisheries and Aquaculture 2018** এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান অধিকার করেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মেট্রিকটন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। সারণি ৭.৬-এ ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিকটন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯* (প্রক্ষেপিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮	২.৭২	৩.২১	৩.৩২
সুন্দরবন	১.৭৮	০.২২	০.১৬	০.১৯	০.১৮	০.১৭	০.১৮	০.১৮	০.১৮
বিল	১.১৪	০.৮৫	০.৮৮	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৫	০.৯৮	০.৯৯	১.০০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
প্লাবনভূমি	২৬.৯৩	৬.৯৬	৭.০১	৭.১৩	৭.৩০	৭.৪৮	৭.৬৬	৭.৬৯	৭.৬৯
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৯.০৮**	**৯.৬০**	**৯.৬১**	**১০.০**	**১০.২৪**	**১০.৫**	**১১.৬৪**	**১২.১৭**	**১২.২৯**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭৭	১৩.৪২	১৪.৪৭	১৫.২৬	১৬.১৩	১৭.২০	১৮.৩৩	১৯.০০	১৯.৭২
বাওড়	০.০৫৫	০.০৫	০.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	১.৮২	২.০১	১.৯৩	২.০১	২.০৮	২.১৬	২.১৬	২.১৭
চিংড়ি খামার	২.৭৫৬	১.৯৬	২.০৬	২.১৭	২.২৪	২.৪০	২.৪৭	২.৫৪	২.৬৪
পেন কালচার	০.৮৩৩	-	-	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.১১
কেজ কালচার	০.০০১	-	-	০.০১	০.০২	০.০২	০.০২	০.০৪	০.০৪
কাকড়াঁ						০.১৩	০.১৪	০.১২	০.১২
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৭৪৫**	**১৭.২৫**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৭**	**২০.৬০**	**২২.০৪**	**২৩.৩৩**	**২৪.০৫**	**২৪.৮৮**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৮২৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.২১**	**২৯.৫৩**	**৩০.৮৪**	**৩২.৫২**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২২**	**৩৭.১৭**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৭৪	০.৭৩	০.৭৭	০.৮৫	১.০৫	১.০৮	১.২	১.২২
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.০৫	৫.১৬	৫.১৮	৫.১৫	৫.২১	৫.২৯	৫.৩৫	৫.৪২
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৫.৭৯**	**৫.৮৯**	**৫.৯৫**	**৬.০০**	**৬.২৬**	**৬.৩৭**	**৬.৫৫**	**৬.৬৪**
সর্বমোট	**৪৭.৮২৫**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৮**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**	**৪৩.৮১**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়,*প্রক্ষেপিত ।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুনগত মানসম্মত পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেণু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্তঃপ্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারি থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পোনাপ্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দূরহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে যা স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৯৮৫টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিকটন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫
২০১৭	১৩৮	৮৭২	১২.৪৯	৬৭০.০৯	৬৮২.৫৮	২.৫২	৮৭৯.১২	৮৮১.৬৪
২০১৮	১৪৩	৯৮৫	১২.০৬	৭৬৭.১৬	৭৭৯.২২	২.৭৭	৮২২.৩৬	৮২৫.১৩

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা নিশ্চিত করতে সরকার নানা প্রকার সময়োপযোগী এবং বাস্তবমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের ফলে বিগত বছর সমূহে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ইলিশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলোঃ

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান।
- জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ।
- নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন।
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন ও পরিবহণ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন।
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন।

জাটকা নিরাপদে বেড়ে উঠে ইলিশে পরিণত হওয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশে ইতিমধ্যে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় জাটকা রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থা যথা-বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, র‍্যাব, পুলিশ, নৌ-পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবং প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন নিশ্চিতকরণের জন্য (অক্টোবর মাসে) ২২ দিন বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় যৌথ অভিযান এবং মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে ১১টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৪২৪টি মোবাইল কোর্ট ও ১,২৩৫টি অভিযানের মাধ্যমে ১,৮৮৩টি বেহুন্দী জাল, ৮৮.৯১৬ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল ও

১,৭৪৯টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী-মে ২০১৯ পর্যন্ত ৪ মাসের জন্য জাটকা আহরণকারী ২,৪৮,৬৭৮টি পরিবারকে মোট ৩৯,৭৮৭.৮৪ মেট্রিকটন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩,৯৫,৭০৯টি পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ৭,৯১৪.১৮ মেট্রিকটন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৫.১৭ লক্ষ মেট্রিকটন ইলিশ উৎপাদিত হয়।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মৎস্য উৎপাদনকারী দেশের মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের (ITLOS) যুগান্তকারী রায়ে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সমুদ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যপক হারে হিমায়িত চিংড়ি, অন্যান্য মাছ এবং মাছজাত পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। রপ্তানির জন্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের Traceability সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রায় ২,০৭০০০ চিংড়ি খামার এবং ৯,৬৫১ টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice), NRCP (National Residue Control Plan) বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০.৬৮ লক্ষ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৩০৯.৯৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ০.৪৬ লক্ষ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৭৫৭.৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৫৩ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৬ শতাংশ। জিডিপিতে প্রাণীসম্পদ উপ-খাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। ইতিমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবাপ্রদান, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৫৪.০২ লক্ষ এবং ৩৪৪০.২২ লক্ষ। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ টাকা)

প্রাণি/পাখি	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
গরু	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৯.৩৫	২৪০.৮৬	২৪১.৮৭
মহিষ	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৮	১৪.৮৫	১৪.৯০
ছাগল	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৫৯.৩১	২৬১.০০	২৬২.১১
ভেড়া	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৪.০১	৩৪.৬৮	৩৫.১৪
মোট গবাদি প্রাণি	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৭২	৫৪৩.৫৭	৫৪৭.৪৫	৫৫১.৩৯	৫৫৪.০২
মোরগ মুরগি	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭৫১.৮০	২৮২১.৪৫	২৮৬৯.০৩
হাঁস	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৪০.১৬	৫৫৮.৫৩	৫৭১.১৯
মোট হাঁস - মুরগি	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩১২২.৯৩	৩২০৬.৩৩	৩২৯২.০০	৩৩৭৯.৯৮	৩৪৪০.২২

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০১৯) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক								
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
দুধ	লক্ষ টন	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৭০.১৬
মাংস	লক্ষ টন	২৩.৩২	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৬২.৭৮
ডিম	লক্ষ টন	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১০৯৯৫২	১১৯১২৪	১৪৯৩৩১	১৫৫২০০	১১৮৫২০

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৯৯৮টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩১.৭২ লক্ষ মাত্রা সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে এবং ২৬.৫৫ লক্ষ গবাদি পশুকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ৮.৪৭ লক্ষ সংকর জাতের বাছুরের জন্ম হয়েছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ৯৯.৩১ লক্ষ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৪.৮৭ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য 'টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ' প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে 'প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট খামারীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে 'উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন (ইউএলডিসি)' প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৫টি আধুনিক ইউএলডিসি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প - এর মাধ্যমে ১৪ টি হাঁসের হ্যাচারী নির্মাণ করা হয়েছে। অধিক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ডিপ্লোমাধারী প্যারা-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধায় প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও ৪টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট (গোপালগঞ্জ, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নেত্রকোণা) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন-পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রোগ নির্ণয়ের জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলায় একটি জাতীয় প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প'-এর আওতায় রাজশাহী, বাগেরহাট ও বগুড়া জেলায় খামার ৩টির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প' -এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলায় ২টি বুল স্টেশন কাম এআই ল্যাব এবং বগুড়া, সিলেট ও বরিশাল জেলায় ৩টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি এআই ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রাণিসম্পদজাত পণ্য, পশু খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ, ঔষধ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স এবং টিকা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প এর মাধ্যমে ঢাকার সাভারে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রাণিসম্পদজাত পণ্য রপ্তানি

প্রাণিসম্পদ খাত হতে মাংস ও পশু পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, কুয়েত, কানাডা, জাপান এবং মালদ্বীপে রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮১.৬৭ মেট্রিকটন মাংস, ২৯.৩০ মেট্রিকটন বুলস্টিক, ১,১৭৬ মেট্রিকটন বোন চিপস, ৫৮.৫২ মেট্রিকটন গরুর লেজের লোম, ২৪.৬৫ মেট্রিকটন মিষ্টি জাতীয় পণ্য (দধি, রসমালাই, মিষ্টি) এবং ১২,০৭৬ পিস ডাক ডন জ্যাকেট রপ্তানি করে প্রায় ১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থ বছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদজাত পণ্য যথাঃ ওমেজাম, এবোমেজাম, ইন্টেস্টাইন, গরুর শিং ও গবাদিপশুর হাড় রপ্তানি করে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১৫০.২৯ মেট্রিকটন মাংস, ১৯৫ মেট্রিকটন বুলস্টিক, ২,৫৪৫ মেট্রিকটন বোন চিপস, ২৯.৬০ মেট্রিকটন গরুর লেজের লোম, ১৪.১০ মেট্রিকটন মিষ্টি জাতীয় পণ্য এবং ৫৬,৬৫৫ পিস ডাক ডন জ্যাকেট রপ্তানি করে প্রায় ১৬.৩২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়েছে। এ সকল পণ্য রপ্তানির জন্য সরকার রপ্তানিকারককে ১০-২০ শতাংশ নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৯,৯৩৩ কোটি টাকা (পরিচালন খাতে ১৬,৩২৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩,৬০৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৪.২৯ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১৮২১.৪৪ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা এবং ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে ৮৭.৪১ কোটি টাকা।